OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 546 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 546 - 550
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ময়নাদ্বীপের সরেজমিন

ড. সংহিতা সান্যাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: samhita.sanyal@adamasuniversity.ac.in

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Moynadwip, Padmanadir Majhi, Manik Bandopadhyay, utopia, Bengali fiction, socialism, Freudianism, gender politics, colonialism, egalitarian society, riverine culture.

Abstract

This paper examines Moynadwip, the fictional island in Manik Bandopadhyay's Padmanadir Majhi (1936), as a utopian construct within Bengali literature. Depicted through the lives of impoverished fisherfolk on the Padma River, Moynadwip emerges as a labour-based, egalitarian society envisioned by its owner, Hossain Mia. It rejects religious divisions, legitimises consensual sexual relations, and promises self-sufficiency through collective cultivation. However, beneath its socialist and Freudian underpinnings lies a centralised authority that shapes, regulates, and subtly dominates its inhabitants.

By juxtaposing Moynadwip with canonical and modern utopian models from Plato's Republic and More's Utopia to Lyman Tower Sargent's typologies—this study identifies the island as a hybrid space, reflecting overlapping utopias: those of the author, the character, and the reader. While Hossain Mia's vision mirrors anti-hierarchical ideals, it simultaneously reproduces patriarchal and quasi-colonial control, particularly in gender relations and reproductive politics.

The analysis foregrounds how Manik Bandopadhyay's narrative negotiates the tension between liberation and domination, between idealist aspiration and pragmatic governance. Moynadwip thus becomes a site where socialist egalitarianism, sexual autonomy, and communal labour coexist with embedded power structures. This multiplicity ensures that the island remains fluid— continually reimagined by successive readers— embodying both the allure and the impossibility of a universally accepted 'good place.'

Discussion

চাঁদের আলোয় রুপোলি জল। হুহু শীতের হাওয়া। আর্দ্র আর আঁশটে গন্ধের ঝাপটার মধ্যে সারি সারি নৌকো দুলছে। লণ্ঠন তাকিয়ে আছে নিভন্ত চোখের মতো। নৌকার ওপরে জালের গায়ের রুপোলি মাছ জলের বিভ্রম হয়েই যেন ঝিলমিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 546 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করছে। সেই জাল ঘিরে কিছু ছায়াপ্রতিম মানুষের চোখে জ্বলছে-নিভছে সুখদুঃখের রুপোলি লণ্ঠন। মৃদু গলায় শোনা যাচ্ছে সংখ্যা, ওজন, তুলনা। স্বস্তি বা বিষণ্ণতার দীর্ঘশ্বাস পাক খাচ্ছে কুয়াশার দোসর হয়ে।

এই দৃশ্যগুলো চোখের সামনে এলে আজ কতগুলো নাম যেন আপনিই ঠোঁটে এসে যায়। কুবের, মালা, কপিলা, ধনঞ্জয়, গণেশ, কেতুপুর। এমনিতে, আমাদের খুব কম শতাংশই জানে এখনকার 'ওপার বাংলা'-র পদ্মার চরে কেমন আলোছায়া খেলে নিশি দ্বিপ্রহরে। যখন ম্যাপের আঁচড় আলাদা করে দেয়নি বাংলাকে, তখনও খুব বেশি বিদগ্ধ পাঠক এ দৃশ্যপট চিনতেন, এমন নয়। তাঁদের কাছে পদ্মার ছবি এসেছে গুরুদেবের হাউজবোট থেকে, 'ছিন্নপত্র'-র পাতায়। তাতে সূর্যাস্ত আছে, প্রকৃতি আছে, গাঢ় জীবনবোধ আছে, দর্শন আছে। কিন্তু ঘামের গন্ধ নেই, শীতের জাড়কাঁটা নেই। হাতভরতি মাছের ঘ্রাণ আর সামান্য ক'টা পয়সার মূল্যবান ঝনঝনানি নেই। ছিন্নপত্রে গল্পবীজ ছিল, পরে তারা মহীরুহ হয়েছে। অন্য কারও কিছু গল্পে বা উপন্যাসে হয়তো আবছা প্রেক্ষাপটে শোনা গেছে জলের শব্দ। কিন্তু এমন করে পাঠকের দু'চোখ তুলে নিয়ে জেলেবস্তিতে এনে ফেলা পদ্মা সেই প্রথম দেখেছে। পাঠক হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন পা গেঁথে গেছে কেতুপুরের কাদামাটিতে। সে মাটিই আজ উল্লিখিত দৃশ্যগুলোর সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছে চরিত্রগুলোকে। ঠিক যেমন কংসাবতীর অঙ্গে জড়িয়ে বনোয়ারী আর করালীর পারস্পরিক টানাপোড়েন। ইছামতীর জল জানে ভবানী বাঁড়ুজ্যের ধ্যান আর তিলুর কলসির শব্দ।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় কিস্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। আঞ্চলিক উপন্যাস, নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, জেলে জীবনের বিশ্বস্ত দলিল প্রভৃতি নানা অভিধায় ভূষিত হয়, লেখক মানিকের জীবনবীক্ষা বিশ্লেষণ নতুন এক গতিপথ নেয়। জেলেদের অমানুষিক জীবনযুদ্ধ, উঁচুতলার কাছে ঠকে যাওয়া, কুবের-কপিলার মধ্যে মুকুলিত গোপন প্রেম, ইলিশ-সাম্রাজ্যের আলো-অন্ধকার আলোচনায় উঠে আসে। এর পাশাপাশি উঠে আসে আর একটি নাম, যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে থাকে প্রশ্নচিহ্ন। ময়নাদ্বীপ।

ময়নাদ্বীপ একটি জলবেষ্টিত দুর্গম ভূখণ্ড। কেউ নেই, কিছু নেই। হয়তো তার নাম ময়নাদ্বীপ ছিলও না। নোয়াখালি-সন্দ্বীপের পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রের বুকে একটা সবুজ ফুটকি মাত্র। এই দ্বীপের মালিকানা এল হোসেন মিয়ার হাতে। কে এই হোসেন মিয়া, যার জীবনে অন্য কোনও স্বপ্ন নেই ময়নাদ্বীপ ছাড়া? জানা যায়, সে একদিন কেতুপুরে এসেছিল জীর্ণবস্ত্রে, হতদরিদ্র অবস্থায়। অথচ আজ সে অন্যকে কাজে বহাল করতে সক্ষম। সচ্ছল, উপকারী, সদালাপী। কারও বিপদে হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন মানুষ অনুপ্রেরণা হতে পারে, ভালবাসা পেতে পারে, এমনকি ব্যবহৃত হতেও পারে। কিন্তু হোসেন মিয়াকে সবাই প্রচ্ছন্নভাবে ভয় পায়, কারণ ময়নাদ্বীপ। সেখানে হোসেন মানুষ নিয়ে যায়। বলপ্রয়োগে নয়, স্বেচ্ছায় যেতে চাওয়া লোকই তার সঙ্গী হয়। তবুও ভয়, কারণ তার এমন সদাশয়তার বিনিময়ে একদিন 'ময়নাদ্বিপি যাবা?' শুনতে হতে পারে। আর যে মানুষ উপকারের ভারে ন্যুব্জ, তার মুখে সহজে 'না' আসে না। যে অভাবী ব্যক্তি কৃতজ্ঞ থাকাকেই ধর্ম বলে জেনেছে, তার শিরদাঁড়া সহজে সোজা হয় না। ময়নাদ্বীপ ঘিরে রহস্য যেন হোসেন মিয়ার দয়ার্দ্র হাসিমুখের চারধারে সন্দেহের কুয়াশা ঘিরে রাখে। যেন একদিন সেই মুখোশ খুলে জান্তব কুটিল হাসি বেরিয়ে পড়বে। এই ভয় আরও উসকে দেয় ময়নাদ্বীপ থেকে পালিয়ে আসা রাসু, যে গল্প করে তার নিজস্ব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে। সে বলে বাঘ-সিংহের কথা, আস্ত মানুষ গিলে ফেলা সাপের কথা, ডাঙায় উঠে এসে কুমির টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা।

উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে নিজেই এই রহস্যের পর্দা সরিয়ে দেন মানিক। ময়নাদ্বীপের চিত্র দেখান, যখন রসুলকে ছেড়ে দিয়ে আসতে যায় হোসেনের কাজে নিয়োজিত কুবের। মানিক দেখান, সেখানে বাঘ-সিংহ কিছু নেই। তবে বড্ড কষ্ট করে খেটে ফসল ফলাতে হয়, ঘর বাঁধতে হয়। হোসেন মিয়া চায় তার দ্বীপে সকলে সমান হবে। সবাই ঘাম ঝরিয়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জোগান দেবে, তারাই ভোগ করবে। যতটা জমি একজন আবাদ করবে, ততটা জমির নিঃশুল্ক ফসল তার। এ দ্বীপে ধর্মের স্থান নেই। মুসলমান মসজিদ দিলেই হিন্দুও ঠাকুরঘর চেয়ে বসবে, তা হবে না। কারণ এই বিভাজন শান্তিময় ময়নাদ্বীপে বেড়া তুলবে। এখানে বিবাহোত্তর প্রেমে কোনও বাধা নেই, যদি পরিণতি ফলপ্রসূ হয়। বৃদ্ধ বসিরের স্ত্রী যখন নিজের ইচ্ছায় কামনা করেছে যুবক এনায়েতের সঙ্গ, হোসেন মিয়া স্মিত হেসে প্রশ্রয় দিয়েছে। হ্যাঁ,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 546 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিয়েও দিয়েছে তাদের। কারণ হোসেন মিয়ার চোখে প্রেমের উদ্দেশ্য সন্তান। বা, দ্বীপের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বীপের সমাজে নতুন প্রজন্ম আসার পথে যদি পুরনো সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, হোসেন নির্দ্বিধায় পুরনোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে তার জায়গায়। তার একটাই স্বপ্ন, এই দ্বীপে দেড় হাজার মানুষ নিজেদের শ্রম দিয়ে তৈরি সুফলা কর্ষিত জমিতে পরিবার নিয়ে সুখে বাস করবে। কোনও ভেদাভেদ নেই, কোনও উঁচুনিচু নেই। সবাই সমান।

এই বিবরণ পড়তে পড়তে অবধারিতভাবে আমাদের মনে আসে ইউটোপিয়া-র ধারণা। ১৫১৬ সালে স্যার টমাস মুর তাঁর 'Utopia' গ্রন্থে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন।[১] 'Good Place' বা 'No Place', দুই অর্থেই এর ব্যবহার হতে পারে। এ এমন এক কল্পলোক, যা 'Highly desirable' বা 'Nearly perfect' গুণের আধার। প্রথম এমন কোনও জায়গার ধারণা দেন প্লেটো, তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে। সেখানে গোল্ডেন, সিলভার, ব্রোঞ্জ এবং আয়রন—চার শ্রেণির মানুষ চাররকম উপায়ে সমাজ-অর্থনীতি গড়বে। জ্ঞানের চর্চা দিয়ে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ গড়ে তোলা হবে, অভাব ও বঞ্চনা থাকবে না, কিছু নির্দিষ্ট আইন সকলে মানবে, সেনাবাহিনি থাকবে। অন্যদিকে মুরের ইউটোপিয়া যেন তৎকালীন ব্রিটেনকেই আদর্শ করে তোলার একটা চেষ্টা। মজার ব্যাপার, দু'জনের কল্পনাতেই তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই ভাল বা খারাপ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যে কারণে আজ আমাদের আর কোনওটাকেই তেমন আদর্শ বলে মনে করার কারণ নেই। আবার, যেহেতু সমাজে প্রত্যেকের নিজস্ব স্বার্থ থাকবেই, তাই কখনই সকলের ইউটোপিয়া এক ও অভিন্ন হয়ে উঠবে না। তাই লাইম্যান টাওয়ার সার্জেন্ট তাঁর 'Utopianism: A Very Short Introduction' (২০১০) বইটিতে দেখিয়েছেন ইউটোপিয়ার কতরকম বৈচিত্র্য হতে পারে।

> "There are socialist, capitalist, monarchial, democratic, anarchist, ecological, feminist, patriarchal, egalitarian, hierarchical, racist, left-wing, right-wing, reformist, naturism/nude Christians, free love, nuclear family, extended family, gay, lesbian and many more utopias."[২]

তিনি সাবধানবাণীও শুনিয়েছেন যে, ইউটোপিয়া ভুলভাবে ব্যবহৃত হলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আমরা কিছুটা তা বুঝতে পারি, যখন দেখি আমাদের দেশে কোনও একজন নিজের মতামতকে ঠিক বা আদর্শ প্রমাণ করতে অন্যের ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের কাছে আদর্শের কাঠামো ভিন্ন। তাই তাকে স্বপ্ন দেখতে দিলে প্রায়শই সে সমষ্টির কথা চিন্তা না করে নিজের কাছে যা ভাল সেটাই সবার জন্য ভাল বলে ধরে নেয়। যেহেতু সবটাই কল্পলোকের বিষয়, তাকে থামানোও সহজ হয় না। একজন পুরুষতান্ত্রিক মানুষের ইউটোপিয়ায় নারী কখনও ঘরের বাইরে আসতে পারবে না—তা সে সমষ্টির পক্ষে ভাল হোক না হোক। একজন সাম্রাজ্যবাদীর ইউটোপিয়া ক্রমাগত শোষণের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। ওদিকে যদি তুলনায় উন্নততর তত্ত্বগুলোর কথা ভাবা যায়, তাতেও বিপদ। ফেমিনিস্ট ইউটোপিয়া সমাজে এখনও হেঁটেচলে বেড়ানো পুরুষতান্ত্রিক লোকজনের কাছে নরকের সমান! বুর্জোয়ান ইউটোপিয়ায় প্রচণ্ড কড়াকড়ি থাকবে আইনকানুনের, যেহেতু চোর-ডাকাত-অপরাধীতে তাদের বিষম ভয়। নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণই সেখানে শেষ কথা। আবার প্রলেতারিয়েতের ইউটোপিয়াতে নীতি, নিয়ম, যুক্তি বলেই কিছু থাকবে না, কারণ তাদের অভ্যস্ত জীবনে কল্পনা মানে যা ইচ্ছে করতে পারার স্বাধীনতা। এর অত্যন্ত বাস্তব প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'Modern Times'-এ। সেখানে আধুনিক মানুষের ইউটোপিয়াতে যন্ত্রই উচ্চবিত্তদের সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে, দাঁত মাজানো থেকে খাওয়া পর্যন্ত, আর সেই যন্ত্রের পাকেচক্রে পড়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নাকানিচোবানি খাচ্ছে। আবার সেই সাধারণ মানুষের স্বপ্নের বাড়িতে দরজার বাইরের ঝুলছে পাকা ফলের গাছ, গরু আসছে চৌকাঠের ওপারে আর তাকে নিজে হাতে দুইয়ে টাটকা দুধ খাচ্ছে তারা। উচ্চবিত্তের ডাইনিং টেবিলে এমনিই কাটা ফল আর দুধের বোতলের ছড়াছড়ি, এমন মামুলি স্বপ্ন তাদের চলবে না। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কোনও দিনই একটি ইউটোপিয়া সবার হয়ে উঠবে না। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরুদ্বেগ জীবন হয়তো সবারই কাম্য। কিন্তু তার কাছে পৌঁছনোর পথগুলো ভিন্ন হতেই হবে। এইবার এই তত্ত্বের নিরিখে আমরা ময়নাদ্বীপের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করি।

প্রথমত, ময়নাদ্বীপ কি ইউটোপিয়া? হ্যাঁ, কারণ এমন জায়গা আমরা বাস্তবে দেখি না। ১৯৩৬ সাল হোক বা ২০১৯, সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থেকে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই ময়নাদ্বীপকে রাষ্ট্রের নজরদারি থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 546 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নয়। ফলে সেখানে লোক নিয়ে যাওয়া, তাদের জীবনযাত্রা নতুন নিয়মে চালিত করা, তাদের স্বর বাইরের পৃথিবীতে আসার পথ নিয়ন্ত্রিত রাখা— এ কাজ কল্পনায় ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে ময়নাদ্বীপ বাংলা সাহিত্যের একটি সফল ইউটোপিয়ান উদাহরণ বলে ধরে নেওয়া যায়। রহস্যে মোড়া এ ভূখণ্ড সার্থকনামা। তাকে ঘিরে যেমন আছে উড়াল দেওয়ার স্বপ্ন, তেমনই আছে অজানাকে প্রত্যক্ষ করার গাঢ়কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা।

দ্বিতীয়ত, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট ইউটোপিয়া। ১৯৪৪ সালে মানিক ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তার আগে পর্যন্ত তাঁর লেখায় ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের প্রভাব ছিল। ফলে তাঁর কল্পনায় কম হোক বা বেশি, দু'টি উপাদান থাকবেই— যৌন কৌতূহল এবং সাম্যবাদ। ময়নাদ্বীপে আমরা দুইই দেখতে পাই। ভেদাভেদমুক্ত, কেবলমাত্র শ্রম ও উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ— তারই তো প্রতিফলন ময়নাদ্বীপে ঘটাতে চায় হোসেন মিয়া। আর সেখানে যৌনতা যদি সামাজিক বেড়া ভাঙে, তবে তা আদৌ দোষের নয়। নতুন যৌবনের জয়গান সেখানে। যৌনতার অধিকার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অধিষ্ঠিত। নারীকে মালিকানা থেকে বার করে এনে তার চাহিদার ভিত্তিতে জীবনসঙ্গী খুঁজে দেওয়া হয়। নতুন মানুষ গেলে তার সঙ্গে পাঠানো হয় সঙ্গিনী। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম তাকে পাকস্থলীর খিদে মেটানোর পথ দেখাবে আর কাম্য সঙ্গী মিটিয়ে দেবে প্রবৃত্তির খিদে। সঙ্গে ভালবাসা আর গেরস্থালির নিরাপত্তাও নিশ্চিত। এ যেন ফের আদিম জীবনে ফিরে যাওয়া, যেখানে সামাজিক ঝুটঝামেলা নেই, জটিলতা নেই, গোষ্ঠী জীবনের মতো স্রেফ মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান একমাত্র কাজ। মানিক যেন তৈরি করেছেন মানব জীবনের প্রোটোটাইপ, নিভৃত নির্জন সবুজ ময়নাদ্বীপে। যেখানে পরবর্তী পথ খুঁজে পেতে পারে সমাজের চোখে অবৈধ কুবের-কপিলার প্রেম। যে প্রেম কপিলার কাছে, কুবেরের কাছে ঠিক ততটাই সুস্পষ্ট যৌন, যতটা মায়া-প্রেম-ভালবাসায় বিমূর্ত। কী হবে তাদের পরিণতি, তা জানার জন্য এর চেয়ে ভাল প্রেক্ষাপট আর কী-ই বা হতে পারে? মানিক বলে দেননি তাদের কী হল। আমরা শুধু দেখতে পাই,

> "কুবেরের আদস (Id) অহং (Ego) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তার নৈতিকতা বা আধিশাস্তার (Super Ego) পরাজয় ঘটেছে।"[৩]

তারা সুখেদুঃখে, ঝগড়ায়-মিলনে, শ্লেষে-আশ্লেষে বাকি জীবন কাটাল কিনা, সন্তানের জন্ম দিল কিনা— নাকি বাস্তবের রুক্ষ মাটি তাদের বুঝিয়ে দিল এ জীবন তাদের নয়, আমরা জানি না। সে কল্পনা মানিক পাঠকের ইউটোপিয়ার ওপর ছেড়ে দেন।

তৃতীয়ত, ময়নাদ্বীপ হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া। লেখক যতই সৃষ্টির সর্বময় বিধাতা হোন, তিনি তাঁর চরিত্রকে লঙ্ঘন করতে পারেন না। যাকে তিনি গড়েছেন, তার ভাবনাচিন্তাকে সহসা বিনা যুক্তিতে বদলে দিতে পারেন না। তার গুণ বা দোষ অতিক্রম করতে পারেন না। ফলে মানিকের ইউটোপিয়া কেবল তাঁর একান্ত হয়ে ওঠেনি। হোসেন মিয়ার চাহিদাও তাতে এসে মিশেছে। হোসেন মিয়ার উদ্দেশ্য তাঁর দ্বীপের লোকসংখ্যা বাড়ানো, তারই জন্য সে সকলের উপকার করে বেড়ায় কিনা, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু কারও সামান্যতম সমস্যা দেখলে সে যে দ্বীপে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়ে, তাও বাস্তব। ফলে এই দ্বীপ স্পষ্টই হয়ে উঠেছে তার উপনিবেশ, যার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা সে। সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে কে কীভাবে কার সঙ্গে থাকবে, কী কাজ করবে। জেলের জীবন বদলে যায় এ দ্বীপে এলে। সমালোচক বলছেন, -

> "তাদের পেশাগত পরিচয় পরিবর্তিত হয়েছে, যা তাদের বৃত্তিগত পরিচয়ের এক সংকটময় অধ্যায়।"[৪]

এই সংকট হোসেন মিয়ার সৃষ্টি। এ দ্বীপের নিয়ম তার ইচ্ছেয় চলে। যে কোনও একনায়কের ইউটোপিয়ার সঙ্গে এখানে ময়নাদ্বীপের প্রবল সাদৃশ্য। হিটলারের মতো সে নয়, কারণ তার সুতো বাঁধা মানিকের হাতে। সাম্যবাদ তার চালিকাশক্তি। কিন্তু দ্বীপের মানুষের ওপর সে স্বপ্ন চাপিয়ে দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণ সর্বতোভাবে নিজের হাতে রাখা তাকে এমন একজন মানুষ করে তোলে, যে আসলে বাস্তব সমাজে চলতে থাকা উপনিবেশিকতারই প্রতিভূ। আণুবীক্ষণিক হলেও সে একজন সাম্রাজ্যবাদী, যার সাম্রাজ্য ময়নাদ্বীপ। কালের সে লক্ষণ থেকে তাকে মুক্ত করেননি উপন্যাসিক। পাশাপাশি, প্রেমের অথা যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য যে সন্তান উৎপাদন, আর তার জন্য বিবাহ যে আবশ্যিক, এ ধারণা থেকেও হোসেন মিয়া বেরতে পারেনি। তার কাছে বশিরের স্ত্রী-র ইচ্ছা গুরুত্ব পেয়েছে বটে, কিন্তু উৎপাদনে অক্ষম বৃদ্ধ বশিরের ইচ্ছা নস্যাৎ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার কাছে নারী একটি যন্ত্রমাত্র—কায়িক শ্রম, গর্ভিণী হওয়া ও রতিসুখ দানই তার ভূমিকা—অন্তত ময়নাদ্বীপের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 546 - 550
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজে। ফ্রয়েড পড়া, কুসুম চরিত্রের স্রষ্টা মানিক নিজের ভাবনার প্রতিফলন এখানে দেখাননি। এখানে কেতুপুরের ভাগ্যান্বেষী হোসেন, যে পরে সম্পন্ন হয়ে উঠে অন্যের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠতে চায়, এ তারই স্বপ্ন।

এভাবেই ময়নাদ্বীপে লেখক-চরিত্র-পাঠকের ইউটোপিয়া একাকার হয়ে যায়। আসলে মানিক যদি কিছুটা দায়িত্ব হোসেনের ওপর না ছাড়তেন, অথবা হোসেনকেই যদি সব দায়িত্ব দিতেন, তবে আমাদের পক্ষে ময়নাদ্বীপের বাস্তব রূপ কল্পনা করা বড় সহজ হয়ে যেত। আমরা ছক মিলিয়ে বিশ শতকের ইন্টেলেকচুয়াল মার্কসবাদী সাহিত্যিকের কিংবা গ্রাম্য সম্পন্ন ব্যবসাদারের ইউটোপিয়া অনায়াসে তৈরি করে ফেলতাম। কিন্তু এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণির আদর্শের বোধ একজায়গায় মিশেছে বলেই কোথাও পাঠকেরও কল্পনার অবকাশ তৈরি হয়ে যায়। উপন্যাস শেষ করে 'এরপর কী হল' ভাবতে ভাবতেই ময়নাদ্বীপের অবয়বের ক্রমনির্মাণ হয়ে চলে। পদ্মানদীর রূপ আরও কীর্তিনাশা হয়েছে, জেলেমাঝিরাও সুখেদুঃখে নতুন সহস্রাব্দ কালাতিপাত করছে। কিন্তু ময়নাদ্বীপ কেমন আছে, তা বোঝার জন্য আমাদের কাগজ বা ইন্টারনেটের কাছে গিয়ে লাভ হয় না বিশেষ। মানিক যা রেখে গেছেন হোসেন মিয়ার মধ্যে, তার সঙ্গেই একালের কল্পনা মিশিয়ে গড়তে হয় নতুন ইউটোপিয়া। কারও কাছে তা হয়ে ওঠে নয় পূর্ণ তিনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের মতো, কারও কাছে বা হোটেল ক্যালিফোর্নিয়া। অনাবিষ্কৃত থেকেও বারবার নতুন করে আবিষ্কৃত হয়ে চলে সমুদ্রের বুকের ছোট্ট ময়নাদ্বীপ।

Reference:

১. Sargent, Lyman Tower. *Utopianism: A Very Short Introduction*. OUP Oxford, 2010, p. 1
২. Sargent, Lyman Tower. *Utopianism: A Very Short Introduction*. OUP Oxford, 2010, p. 15
৩. রায়, ড. তপন, *পদ্মানদীর মাঝি: একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও আর্থ-সামাজিক সংকটের ইতিকথা,* প্রতিধ্বনি The Echo, Vol – 3, issue 3, January 2015, পৃ. ৭
৪. রায়, ড. তপন, *পদ্মানদীর মাঝি: একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও আর্থ-সামাজিক সংকটের ইতিকথা,* প্রতিধ্বনি The Echo, Vol – 3, issue 3, January 2015, পৃ. ৭